সংবাদ

তারিখ 30 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

নবীনগর শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের গাইড বাণিজ্য : তদন্তে কমিটি

প্রতিনিধি, নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের শিবপুর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ গাইড বই বানিজ্যের আর্থিক কেলেঙ্কারির তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। তিনি ২০০২ সালে অত্র বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তার এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরে ওই ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সভাপতি অলিউর রহমান ভূইয়া ও বিদ্যালয়ের সাবেক অভিভাবক সদস্য হোসেন আহম্মদ জেলা প্রশাসক বরাবরে লিখিত আবেদন করেন। জেলা প্রশাসক রেজওয়ানুল হক নবীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন।

সূত্রে জানা, গেছে গত ১৬ সালের আগস্ট মাসে পপি লাইব্রেরির সাথে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পপি লাইব্রেরির প্রকাশিত ব্যাকরণ এবং সকল বিষয়ে সহায়ক নোট-গাইড বই ১৭ সাল পর্যন্ত পাঠ্য করা হয়। এর জন্য প্রধান শিক্ষককে ২লাখ টাকা এবং শিক্ষক কল্যাণ তহবিলের জন্য ৭০ হাজার টাকা প্রদানের চুক্তি হয়। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের পক্ষে মো. নিয়ামুল বাসার দিপু, বিপ্লব কুমার সরকার ও মো. শাহীন এর কাছ থেকে ৩১ আগস্ট ২০১৬ সালে প্রধান শিক্ষক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে অগ্রীম বাবদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা গ্রহন করেন। ২০১৬ সালেও স্কুলের পাঠ্য করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ২ লাখ ৫০ টাকা চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক ১লাখ ও শিক্ষক কল্যাণ ফান্ডে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এটি দুই বৎসরের দুটি দালিলিক প্রমাণ এ রকম লিখিত অলিখিতভাবে প্রতিবছরই বিভিন্ন পুস্তক কোম্পানির সাথে চুক্তি করে নিষিদ্ধ গাইড বই চালিয়ে যাচ্ছেন। যোগদানের পর থেকেই তিনি বিভিন্ন লাইব্রেরির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে জিম্মি করে তাদের হাতে পুস্তক কোম্পানির নাম ঠিকানা লিখিত 'টুকেন' ধরিয়ে দেন। ওই টোকেনে নির্দিষ্ট দোকান স্টার লাইব্রেরি সমবায় সুপার মার্কেট নবীনগরসহ স্থানীয় সকল লাইব্রেরি থেকে গাইড বই কিনতে নির্দেশনা দেয়া হয়। এক কোম্পানির সার্থে চুক্তির পর বেশি টাকা পেয়ে ওই কোম্পানির টাকা ফেরত না দিয়ে অন্য কোম্পানির সাথে চুক্তি করে এবং শিক্ষক কল্যাণ ফান্ডে টাকা জমা দেয়া না বলেও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

এ ব্যাপারে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. আবু মোছা বলেন, আমি নতুন নির্বাচিত হয়েছি, এসব অভিযোগের বিষয়ে অবগত নই, তবে স্কুলের অনিয়ম গাইড বই বাণিজ্য বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হবে। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মো. হুসাইন করিব তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি গাইড বই বাণিজ্যে সাথে জড়িত নই, স্কুলে কোন অনিয়ম নেই। এ ব্যাপারে তদন্ত কর্মকর্তা মো. ইউসুফ সাংবাদিকদের বলেন, দ্রুত তদন্ত কাজ শুরু হবে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে নিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু তদন্ত করা হবে।